বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
আইন/বিধি/প্রবিধান প্রণয়ন শাখা
আইন অনুবিভাগ
www.idra.org.bd

স্মারক নং- ৫৩.০৩.০০০০.০০০.০৭৫.২২.০০১৪.২৫.১৮৮

তারিখঃ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

বিষয়: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গবেষণা গাইডলাইন ২০২৫ সংশোধিত আকারে প্রকাশ সংক্রান্ত।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গবেষণা গাইডলাইন ২০২৫-এর ৫.১ (গ) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের ১৯২তম সভায় উক্ত গবেষণা গাইডলাইন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত গবেষণা গাইডলাইন ২০২৫ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

সংযুক্তি: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গবেষণা গাইডলাইন ২০২৫ (সংশোধিত)- ১৫ ফর্দ।

০৭.১২.২০২৫

মোহাঃ আব্দুল মজিদ, উপসচিব
পরিচালক (আইন)
ফোন: ০২- ৪১০৫১৩৮৫
ই-মেইল: directorlaw@idra.org.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (জীবন বীমা কর্পোরেশন/সাধারণ বীমা কর্পোরেশন)
২। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন
৩। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম
৪। পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি
৫। সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়): সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ

১। নির্বাহী পরিচালক (সকল), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
২। পরিচালক (সকল), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩। উপ-পরিচালক (সকল), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৪। নেটওয়ার্ক এডমিনিস্ট্রেটর, নেটওয়ার্ক শাখা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬। সদস্যগণের সহকারী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সদস্য মহোদয়গণের সদয় অবগতির জন্য)
৭। অফিস কপি।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

গবেষণা গাইডলাইন-২০২৫ (সংশোধিত)

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩৭/এ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি) টাওয়ার (৯ম তলা), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা ১০০০

www.idra.org.bd

মুখবন্ধ

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের বীমা খাতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ এর ১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী এর মূল কার্যাবলী ও দায়িত্ব হচ্ছে বীমা ও পুনঃবীমা ব্যবসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ। এ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বীমা শিল্পের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং এই শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বীমা ও পুনঃবীমা সেবার মান উন্নয়নে বীমা শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং বীমা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা, ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। বীমাকারী, পুনঃবীমাকারী, মধ্যস্থতাকারীর নিবন্ধীকরণ ও সনদ প্রদান এবং অনুরূপ নিবন্ধীকরণ নবায়ন, সংশোধন, প্রত্যাহার, স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণ এ কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ফি, অন্যান্য প্রাপ্য সংগ্রহ ও জরিমানা ধার্যকরণ এবং বীমাকারী, পুনঃবীমাকারী, মধ্যস্থতাকারী, বীমা মধ্যস্থতাকারী, বীমা ও পুনঃবীমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, বীমা ও পুনঃবীমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার নিরীক্ষাসহ তাদের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, তদন্ত ও অনুসন্ধান এবং তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহকরণের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা পালন করে।

বীমা খাতের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা সুসংহত করার লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ একচ্যুয়ারিয়াল প্রতিবেদন এবং সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিবার ছক ও পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণ; বীমাকারী এবং পুনঃবীমাকারী কোম্পানিসমূহের ঋণ পরিশোধের সলভেন্সি মার্জিন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ; বীমা পলিসি গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণে তহবিল গঠন ও নিয়ন্ত্রণ; বীমা ও পুনঃবীমা কোম্পানীর তহবিল ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ; বীমাকারী, মধ্যস্থতাকারী ও বীমা মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; বীমা শিল্প সংক্রান্ত কোন অভিযোগের নিষ্পত্তি; নন-লাইফ ইন্সুরেন্স ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তাবযোগ্য রেট, সুবিধা ও শর্তাবলী নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রেটিং কমিটি গঠন এবং উক্ত কেন্দ্রীয় রেটিং কমিটির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ, ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য যা কর্তৃপক্ষ তথা সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং সুপারিশ প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গাইডলাইনে কর্তৃপক্ষের জন্য গবেষণাকর্ম তৈরি, গবেষণাকর্মের গুণগতমান বৃদ্ধি, কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তাকে গবেষণাকর্মে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কোন ব্যক্তি/গবেষক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রস্তুতকরণ, গবেষণা পরিচালনা পদ্ধতি হালনাগাদ করা, অর্থ ছাড়করণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত বা হালনাগাদ করা হয়েছে।

এ গাইডলাইনটির খসড়া প্রণয়নে কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন) জনাব মোঃ ফজলুল হক এর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া গবেষণা শাখার পরিচালক জনাব সুবীর চৌধুরী ও সহকারী পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো: ইখতিয়ার হাসান খান এ গাইডলাইনটি প্রণয়নে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এ গাইডলাইনটি বীমা বিষয়ে গবেষক, শিক্ষানুরাগী, সমজাতীয় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়ক হলে আমাদের এ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে গাইডলাইনটি প্রনীত হয়েছে বিধায় মুদ্রণজনিত প্রমাদসহ অন্যবিধ প্রমাদ থাকতে পারে। এ সম্পর্কে কারো কোনো মতামত থাকলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তা প্রতিফলনের আশা রাখি।

০৩/১২/২০২৫

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
তারিখ: ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫

ড. এম আসলাম আলম
চেয়ারম্যান

প্রথম অধ্যায়

নামকরণ, সংজ্ঞা ও গবেষণা গাইডলাইনের উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যা 'বীমা আইন ২০১০' এবং 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ এর ১৫ ধারা অনুযায়ী বীমা ও পুনঃবীমা ব্যবসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ; বাংলাদেশে বীমা শিল্পের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান এবং এ শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

কর্তৃপক্ষ বীমা খাতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বীমা ও পুনঃবীমা সেবার মান উন্নয়নে বীমা শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান; বীমা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা, ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া এ কর্তৃপক্ষ বীমাকারী, পুনঃবীমাকারী, মধ্যস্থতাকারীর নিবন্ধীকরণ ও সনদ প্রদান এবং অনুরূপ নিবন্ধীকরণ নবায়ন, সংশোধন, প্রত্যাহার, স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণ; মধ্যস্থতাকারী, বীমা ও পুনঃবীমা মধ্যস্থতাকারী এবং এজেন্টদের আচরণবিধি ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন; জরীপকারীদের লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন, সংশোধন, প্রত্যাহার, স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণ; বীমা পলিসি গ্রাহক কতৃর্ক মনোনয়ন, বীমাযোগ্য স্বার্থ, লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির প্রত্যর্পণ মূল্য এবং বীমার অন্যান্য শর্তাবলী বিষয়ে বীমা পলিসি গ্রাহক ও তার উপকারভোগী এবং বীমা ও পুনঃবীমাকারীর স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।
এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষ ফি আদায়, অন্যান্য প্রাপ্য সংগ্রহ ও জরিমানা ধার্যকরণ; বীমাকারী, পুনঃবীমাকারী, মধ্যস্থতাকারী, বীমা মধ্যস্থতাকারী, বীমা ও পুনঃবীমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, বীমা ও পুনঃবীমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার নিরীক্ষাসহ তাদের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, তদন্ত ও অনুসন্ধান এবং তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

এছাড়াও, বীমাকারী ও বীমা মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক ব্যবহার্য হিসাবের বইয়ের নমুনা ও হিসাবরক্ষণ প্রণালী এবং হিসাব বিবরণী প্রেরণের ছক নির্ধারণ; একচ্যুয়ারিয়াল প্রতিবেদন এবং সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করার ছক ও পদ্ধতি নির্দিষ্টকরণ; বীমাকারী এবং পুনঃবীমাকারী কোম্পানীসমূহের ঋণ পরিশোধের সলভেন্সি মার্জিন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকরণ; বীমা পলিসি গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণে তহবিল গঠন ও নিয়ন্ত্রণ; বীমা ও পুনঃবীমা কোম্পানীর তহবিল ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ; বীমাকারী, মধ্যস্থতাকারী ও বীমা মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যকার বিরোধ নিস্পত্তিকরণ; বীমা শিল্প সংক্রান্ত কোন অভিযোগের নিস্পত্তি; নন-লাইফ ইন্সুরেন্স ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তাবযোগ্য রেট, সুবিধা ও শর্তাবলী নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রেটিং কমিটি গঠন এবং কেন্দ্রীয় রেটিং কমিটির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ; গ্রামীণ ও সামাজিক খাতে বীমাকারী কর্তৃক করণীয় লাইফ ইন্সুরেন্স ও নন-লাইফ ইন্সুরেন্স ব্যবসার অনুপাত নির্ধারণ; সার্বিক কর্মকান্ডের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সরকারের নিকট উপস্থাপন করে থাকে।

এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আনুষঙ্গিক সকল এবং উপরে বর্ণিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য সম্পাদন এবং কর্তৃপক্ষের জন্য, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন সম্পত্তি ক্রয় এবং অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ও দায়িত্ব উল্লেখ রয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বীমা বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয়ের উপর গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য যা কর্তৃপক্ষ তথা সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ও সুপারিশ প্রণয়নে সহায়তা করবে। এ জন্য এ গবেষণা গাইডলাইন-২০২৫ প্রণয়ন করা হলো।

১.১ নামকরণ এবং প্রারম্ভিকতা:

১.১.১ এ গাইডলাইন 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গবেষণা গাইডলাইন, ২০২৫' হিসাবে গণ্য হবে;

১.১.২ গবেষণা গাইডলাইনটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বলবৎ হবে;

১.২ সংজ্ঞা:

১.২.১ 'আইন' বলতে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ বোঝাবে;

১.২.২ 'কর্তৃপক্ষ' বলতে বীমা উন্নয় ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বোঝাবে;

১.২.৩ 'কমিটি' বলতে কর্তৃপক্ষ-এর গবেষণা কমিটি বোঝাবে;

১.২.৪ 'ক্রয়কারী' (Procuring Entity) বলতে কর্তৃপক্ষ-কে বোঝাবে;

১.২.৫ 'ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (Head of the Procuring entity-HOPE)' বলতে কর্তৃপক্ষ-এর চেয়ারম্যান-কে বোঝাবে;

১.২.৬ 'পরামর্শক' বলতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বোঝাবে;

১.২.৭ 'পরামর্শক প্রতিষ্ঠান' বলতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বোঝাবে;

১.২.৮ 'গবেষণা প্রতিষ্ঠান' বলতে পেশাগত সেবা বা গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রদানের জন্য ক্রয়কারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বোঝাবে;

১.২.৯ 'বছর' বলতে অর্থবছরকে বোঝাবে;

১.২.১০ 'চেয়ারম্যান' বলতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-এর চেয়ারম্যান বোঝাবে;

১.২.১১ 'সদস্য' বলতে কর্তৃপক্ষের সদস্য বোঝাবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণা গাইডলাইন বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মপন্থা

১.৩.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

ক) বাংলাদেশের বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যার উপর গবেষণা পরিচালনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রদান;

খ) বীমা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা;

গ) জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক একক গবেষণা এবং ক্ষেত্র বিশেষে যৌথ গবেষণা পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.৩.২ গবেষণা গাইডলাইন বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মপন্থা

ক) কর্তৃপক্ষ-এর গবেষণা সম্পাদনের লক্ষ্যে বার্ষিক গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতি নির্ধারণ;

খ) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ধরণ, গবেষণা প্রস্তাবের রূপরেখা, প্রস্তাব আহ্বান, যাচাইয়ের মানদন্ড নির্ধারণ ও যাচাই প্রক্রিয়ার অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ;

গ) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন, মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টকরণ;

ঘ) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারণ;

ঙ) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

চ) গবেষণাকর্ম/গবেষণা সমীক্ষা প্রতিবেদন মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নির্ধারণ; এবং

ছ) গবেষণায় ব্যবহৃত অর্থের জবাবদিহিতা ও বিবিধ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা।

২য় অধ্যায়

গবেষণা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

২.১ কর্তৃপক্ষ-এর সকল গবেষণাকর্ম এবং সমীক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি গবেষণা কমিটি থাকবে:

ক) সদস্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মনোনীত)	:	আহ্বায়ক
খ) নির্বাহী পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মনোনীত)	:	সদস্য
গ) পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান মনোনীত)	:	সদস্য
ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের একজন প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপকের নিচে নয়)	:	সদস্য
ঙ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমির একজন প্রতিনিধি (পরিচালক/চীফ ফ্যাকাল্টি মেম্বারের নিচে নয়)	:	সদস্য
চ) কর্তৃপক্ষ মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস এন্ড ইকোনমিক্স এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপকের নিচে নয়)	:	সদস্য
ছ) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মনোনীত একজন বীমা বিশেষজ্ঞ	:	সদস্য
জ) পরিচালক (উন্নয়ন ও গবেষণা), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য-সচিব

*গবেষণা শাখা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

**কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটিতে অতিরিক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

২.১.১ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

ক) কর্তৃপক্ষ-এর সকল গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান;

খ) গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং অর্থ ছাড়ের সুপারিশ প্রদান;

গ) গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার সময়সীমা, কর্ম এলাকা, বাজেট প্রভৃতি চূড়ান্তকরণে সুপারিশ প্রদান;

ঘ) গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক/মূল্যায়নকারী নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান;

ঙ) গবেষণা প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটির (PEC) দায়িত্ব পালন এবং গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনা করা;

সভায় ০৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

উল্লেখ্য, কমিটির সভায় উপস্থিত থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ বহির্ভুত প্রতি সদস্য প্রতি সভার জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

**কর্তৃপক্ষের ১৯২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংযোজিত।

২.২ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ধরণ, আর্থিক সীমা এবং মেয়াদ:

কর্তৃপক্ষ-এর গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ধরণ নিম্নরূপ হবে:

২.২.১ "ক" শ্রেণির গবেষণা: এ শ্রেণির গবেষণা/সমীক্ষা দীর্ঘ মেয়াদি কিংবা বড় পরিসরে গৃহীত হবে এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার অধিক বাজেটের হবে। বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে ফলাফল পেতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় অথবা কর্মসহায়ক/ফলিত গবেষণাসমূহ (Action Research) এ শ্রেণির আওতাভুক্ত হবে। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপ্তি এবং গবেষণা সম্পাদনের পরিধি বিবেচনায় এ শ্রেণির গবেষণার মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ (দুই) থেকে ২.৫ (আড়াই) বছর হতে পারে।

২.২.২ "খ" শ্রেণির গবেষণা: এ শ্রেণির গবেষণা/সমীক্ষা মধ্যম-মেয়াদি এবং মধ্যম পরিসরে গৃহীত হবে। এ শ্রেণির গবেষণার বাজেট অনধিক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা এবং মেয়াদ অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর হবে। কার্যপরিধি এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপ্তি বিবেচনায় এ শ্রেণির গবেষণার মেয়াদ ও বাজেট নির্ধারিত হবে।

২.২.৩ "গ" শ্রেণির গবেষণা: স্বল্প মেয়াদি এবং ছোট পরিসরে গৃহীত গবেষণা/সমীক্ষাসমূহ এ শ্রেণির আওতাভুক্ত হবে। এ শ্রেণির গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার মেয়াদ ৩ (তিন) মাস থেকে ৬ (ছয়) মাস এবং বাজেট অনধিক ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা হবে।

২.২.৪ বিশেষ পরিস্থিতিতে যে কোন শ্রেণির গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হলে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণে পরবর্তী অর্থবছরে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

২.৩ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ক্ষেত্র নির্বাচন:

কর্তৃপক্ষ-এর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা, প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক সাধারণত বীমা বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনা করতে পারে। তবে পূর্বে সম্পাদিত গবেষণা পর্যালোচনা অথবা নতুন কোন গবেষণা কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষ-এর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে অর্থবছরের শুরুতে অথবা অর্থবছরের যে কোন সময় গবেষণার বিষয়বস্তু, সম্ভাব্য সংখ্যা, শ্রেণি এবং বাজেট নির্ধারণ করা যাবে। এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে এ পরিকল্পনা বছরের যে কোনো সময়ে গ্রহণ, সংশোধন বা হালনাগাদ করা যাবে।

২.৪ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার প্রস্তাবনা আহবান:

প্রত্যেক অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষ-এর গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা সম্পাদন করা যাবে:

ক) কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তা বা গবেষণা কমিটির আগ্রহী কোন সদস্য কর্তৃক;

খ) কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তা এবং কর্তৃপক্ষ বহির্ভূত গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর সমন্বয়ে যৌথভাবে; এবং

গ) কর্তৃপক্ষ বহির্ভূত গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান-এর মাধ্যমে।

২.৪.১ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রস্তাবের রূপরেখা:

২.৪.১.১ প্রাথমিক গবেষণা প্রস্তাব।

প্রাথমিক গবেষণা প্রস্তাবটি ১-২ পাতার মধ্যে (সর্বোচ্চ ১,৫০০ শব্দের) হতে হবে, যার মধ্যে থাকবে:

(১) গবেষণাধীন সমস্যার বিবরণ (Statement of the Problem);

(২) গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective of the Study);

(৩) তাত্বিক/ ধারণাগত কাঠামো (Theoretical/Conceptual Framework);

(৪) গবেষণা পদ্ধতি;

(৫) গবেষণা পরিধি (Scope of Work);

(৬) বাস্তবায়ন কাল;

(৭) আনুমানিক বাজেট (থোক); এবং

(৮) সংক্ষিপ্ত তথ্যসূত্র (Reference)।

২.৪.১.২ বিস্তারিত গবেষণা প্রস্তাব।

প্রাথমিক প্রস্তাব যাচাই-বাছাই অন্তে short-listed প্রস্তাবকারীদের বিস্তারিত প্রস্তাব দাখিল করতে বলা হবে, যা অনধিক ৩০০০ (তিন) হাজার শব্দের মধ্যে হবে। বিস্তারিত প্রস্তাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকবে:

ক) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার শিরোনাম (Title of the Research/Study);

খ) গবেষণা সমস্যার বিবরণ (Problem Statement);

গ) গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective of the Study);

ঘ) গবেষণা পদ্ধতি ও ডিজাইন (তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি যেমন: তথ্যের উৎস ও পরিমাণ, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ক্ষেত্র, এলাকা, পরিধি, প্রভৃতির বিশদ বিবরণসহ);

ঙ) গবেষণার তাত্বিক/ধারণাগত কাঠামো (Theoretical/Conceptual Framework);

চ) বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও প্রকাশনা পর্যালোচনা;

ছ) সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা (Time-bound work plan);

জ) বিস্তারিত বাজেট বিভাজন (নীতিমালার নীতি-৪.৫ ও পরিশিষ্ট-২ অনুসারে এবং প্রতিটি খাতের ইউনিট ব্যয়সহ সম্ভাব্য মোট ব্যয়);

ঝ) তথ্যসূত্র (Reference);

ঞ) বিজ্ঞপ্তিতে অন্য কোনো প্রত্যয়ন বা পত্র সংযোজনের বিষয়ে উল্লেখ করা থাকলে উক্ত প্রত্যয়ন বা পত্র; এবং

ট) যৌথ প্রযোজনায় অংশগ্রহণকারী গবেষক/প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত হিসাবে গবেষণার সাথে সংযুক্ত ব্যক্তি/তথ্য সংগ্রহকারী গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংযুক্ত করতে হবে।

২.৪.২ গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর নিকট হতে গবেষণা প্রস্তাব প্রাপ্তির লক্ষ্যে গাইডলাইনে বর্ণিত সময়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রশাসন শাখা কর্তৃক বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় দৈনিকে অনলাইন বা অফ লাইন (একটি বাংলা, একটি ইংরেজি) অথবা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে (নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট ইত্যাদি) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার আগ্রহ ব্যক্তকরণ (Expression of Interest- EOI) পত্র বা Abstract আকারে গবেষণা প্রস্তাব আহবান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

২.৪.৩ বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তাগণের নিকট অথবা গবেষক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্থবছরের যেকোনো সময় গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে তবে গবেষণাকর্মের আর্থিক সীমা এবং মেয়াদ, নীতি-২.২ অনুযায়ী অপরিবর্তীত থাকবে।

২.৫ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা সম্পাদনের প্রাথমিক গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি প্রাথমিক বাছাই কমিটি থাকবে:

ক) পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	:	আহ্বায়ক
খ) সহকারী পরিচালক (গবেষণা), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য
গ) কর্মকর্তা (গবেষণা শাখা), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	:	সদস্য-সচিব

কমিটি তাদের সুপারিশ চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করবে।

* কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রয়োজনে বাছাই কমিটি পুনর্গঠন করতে পারবেন।

২.৬ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রস্তাব নির্বাচন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া:

প্রত্যেক অর্থবছরে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার প্রস্তাব নির্বাচন এবং অনুমোদন করা হবে:

ক) কর্তৃপক্ষ গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবে।

খ) প্রাথমিক প্রস্তাবসমূহ চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক বাছাই কমিটি কর্তৃক Short-list প্রস্তুত করে বিস্তারিত প্রস্তাব আহবান করা হবে। বিস্তারিত প্রস্তাব গবেষণা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে।

গ) গবেষণা কমিটি গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার ধারণা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি আলোচনা সাপেক্ষে গবেষণার পরিধি, ব্যাপ্তি, গবেষণা এলাকা, গবেষণার শিরোনাম, বাজেট প্রভৃতি সংশোধনের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

(ঘ) সকল গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রস্তাব ও বাজেট গবেষণা কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন করা হবে।

২.৬.১ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা বাছাই ও অনুমোদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সময়সূচি:

কার্যক্রম	শেষ সময়
ক) প্রতি অর্থবছরে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার সংখ্যা নির্ধারণ	৩১ জুলাই
খ) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরের গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে প্রাথমিক প্রস্তাব আহ্বান	৩১ জুলাই
গ) প্রাথমিক গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাব মূল্যায়ন ও Short-list করণ	৩১ জুলাই
ঘ) বিস্তারিত প্রস্তাব মূল্যায়ন	৩১ আগস্ট
ঙ) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা অনুমোদন ও চুক্তি স্বাক্ষর	৩০ সেপ্টেম্বর
চ) গবেষণা শুরুর প্রতিবেদন (Inception Report) দাখিল, অনুমোদন এবং গবেষণা কার্যক্রম শুরু	৩১ অক্টোবর

প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ এ সময় সূচী পরিবর্তন করতে পারবে।

২.৭ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনা ও অর্থছাড়:

২.৭.১ ব্যক্তি গবেষক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, অনুমোদিত প্রস্তাব বা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) এবং তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রণীত প্রশ্নমালা (Questionaire)/data collection tools) গবেষণা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন।

*কর্তৃপক্ষের ১৯২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংযোজিত।

২.৭.২ গবেষণা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার অনুকূলে মোট ২(দুই) কিস্তিতে অর্থ ছাড় করা হবে যার একটি হবে গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার Inception Report দাখিল সাপেক্ষে এবং অপরটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল সাপেক্ষে।

২.৮ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন:

গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা, মান নিয়ন্ত্রণ, নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা এবং প্রতিবেদন মূল্যায়নের লক্ষ্যে * ~~গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে~~ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রতিটি গবেষণার জন্য এক বা একাধিক গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও মূল্যায়নকারী মনোনীত করবেন। তত্ত্বাবধায়কগণ/মূল্যায়নকারী গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রস্তাবনা অনুমোদনের পর হতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদন পর্যন্ত গবেষণার সকল ধাপে গবেষকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। তত্ত্বাবধায়ক/মূল্যায়নকারীর পরামর্শ সংশ্লিষ্ট গবেষককে প্রতিপালন করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক/মূল্যায়নকারীর নির্ধারিত সম্মানী গবেষণার বাজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক/মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ-বহির্ভুত গবেষক, শিক্ষাবিদ বা কর্মকর্তা বা গবেষণা কমিটির সদস্য হতে পারবেন, যার গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা অথবা ৫(পাঁচ)টি গবেষণাকর্ম সম্পাদনের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকবে। বীমা বিষয়ে গবেষণাকর্মে উক্ত অভিজ্ঞতা অথবা গবেষণাকর্ম সম্পাদনের পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি/গবেষক না থাকলে গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য গঠিত গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কমিটির এক বা একাধিক সদস্য প্রতিটি গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করতে পারবেন।

২.৯ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি (Progress) পর্যালোচনা:

প্রতিটি গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার গবেষক/মুখ্য গবেষক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে গবেষণা শাখায় দাখিল করবেন। গবেষণা শাখা অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারবে। গবেষণা কমিটি বিস্তারিত প্রস্তাব Inception Report ও draft final report মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করবে।

২.১০ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং অনুমোদন:

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও সমন্বয় বিল-ভাউচার দাখিল করতে হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক/মূল্যায়নকারী/গবেষণা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নকৃত হবে। প্রতিটি গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার প্রতিবেদন নির্ধারিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গবেষণা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন এর রূপরেখা নিম্নরূপ হবে:

ক) ভূমিকা;

খ) নির্বাহী সারসংক্ষেপ;

গ) গবেষণা সমস্যার বিবরণ (Statement of the Problem) ও যৌক্তিকতা;

ঘ) গবেষণার উদ্দেশ্য;

ঙ) তাত্ত্বিক (Theoretical)/ধারণাগত (Conceptual) কাঠামো;

চ) গবেষণা পদ্ধতি;

- গবেষণার পরিধি
- গবেষণা এলাকা

---

*কর্তৃপক্ষের ১৯২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত।

- নমুনায়ন পদ্ধতি
- সীমাবদ্ধতা (যদি থাকে)

ছ) সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)/প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গবেষণা ও প্রকাশনা পর্যালোচনা;

জ) উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং আলোচনা;

ঝ) ফলাফল;

ঞ) উপসংহার: ফলাফলের সার-সংক্ষেপ, গবেষণার প্রভাব (implication), অধিকতর গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ;

ট) তথ্যসূত্র;

ঠ) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন সাধারণত আট হাজার থেকে বারো হাজার শব্দের মধ্যে হতে হবে। বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে A4 সাইজের কাগজে উভয় পাশে এক ইঞ্চি মার্জিন রেখে নিকোশ (Nikosh)/ Time New Roman), ১৩ ফন্ট সাইজে, ১.৫ পিটি প্যারাগ্রাফ-লাইন স্পেসিং রাখতে হবে। যে ভাষায় গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল করা হবে, চুড়ান্ত প্রতিবেদনসহ অন্যান্য সকল প্রতিবেদন এবং উপস্থাপনা সে ভাষাতেই সম্পন্ন করতে হবে।

২.১১ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রতিবেদনের স্বত্ব:

ক) প্রতিটি গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা প্রতিবেদনের স্বত্ব কর্তৃপক্ষ-এর নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

খ) চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মুদ্রণ ০৫ সেট/কপি (হার্ড কপি বাইন্ডিংসহ) এবং সফট কপি (ওয়ার্ড এবং পিডিএফ ভার্সন) অবশ্যই বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।

গ) কর্তৃপক্ষ-এর অর্থায়নে সম্পন্নকৃত গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা, কর্তৃপক্ষ-এর অনুমোদন সাপেক্ষে কোন মান-সম্পন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে বা পুস্তকে প্রকাশ করা যাবে।

ঘ) সম্পন্নকৃত গবেষণা/সমীক্ষা প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ-এর ওয়েবসাইটে/পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হবে।

ঙ) তবে কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে সম্পাদিত গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা কর্তৃপক্ষ বহির্ভূত কোন ব্যক্তি/গবেষক/প্রতিষ্ঠান 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে' উল্লেখপূর্বক নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার বা নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তসমূহ

৩.১ গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য গবেষক/দলনেতা ও সদস্যগণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা:

ক) প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রম একক গবেষক বা গবেষণা দল কর্তৃক পরিচালিত হবে। কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরীণ বীমা বিষয়ক কোন গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা গবেষণাকর্ম/ সমীক্ষা পরিচালনার সুযোগ পাবেন। কর্মকর্তাগণ এককভাবে বা যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করতে পারবেন। যে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ'র কোন কর্মকর্তা বা গবেষণা কমিটির যে কোন সদস্যের সাথে যৌথভাবে (খন্ডকালীন) গবেষণা কার্যক্রমে যুক্ত হতে চাইলে প্রস্তাবনা দাখিলের সাথে তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতিপত্র দাখিল করতে হবে।

খ) ব্যক্তি গবেষক বা গবেষক দলনেতাকে যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে PhD ডিগ্রীধারী হতে হবে অথবা প্রায়োগিক গবেষণা কর্মের অভিজ্ঞতাসহ প্রাসংগিক শিক্ষা/ পেশাগত কর্মের ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; তবে মান সম্পন্ন গবেষণা/প্রকাশনা (QI জার্নাল) থাকলে শর্তসমূহ শিথিল যোগ্য। সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাংলাদেশের বীমাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমিসহ (বিআইএ) অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরতদের বীমা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্মে অভিজ্ঞতা থাকা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গ) ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি/গবেষকগণ কর্মক্ষেত্রে যুক্ত থাকলে গবেষণা প্রস্তাবের সাথে (দলনেতা বা সদস্য উভয় ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন দাখিল করতে হবে। ব্যক্তি/গবেষক কোনো পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধীন গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গবেষকের বিস্তারিত দায়িত্ব-কর্তব্য, কর্মের শর্তাবলি, পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং Deliverable উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্র দাখিল করতে হবে।

ঘ) যেকোন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদনে ব্যর্থ হলে বা গবেষণাকর্ম সম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ করলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ-এর গবেষণার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ঙ) কর্তৃপক্ষ-এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণায় কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তাগণ অথবা ব্যক্তি/গবেষকগণ/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এক অর্থবছরে অনধিক ০২ (দুই)টি গবেষণা/সমীক্ষায় নিযুক্ত হতে পারবেন।

চ) গবেষক/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে চৌর্যবৃত্তি, নকলকরণ, উপাত্ত ব্যবহারে প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় প্রকাশনার ব্যবহার গ্রহণ যোগ্য নয়। সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতিবেদন নিরীক্ষা ও যাচাই করে যদি ১৫ শতাংশের বেশি অন্যান্য রচনাবলী/প্রতিবেদন/প্রবন্ধ/বই/প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের সাথে মিল পাওয়া যায় তবে ঐ গবেষক/দলের সদস্যগণ/প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে সকল সময়ের জন্য গবেষণা কাজে অযোগ্য বিবেচিত হবে। একইভাবে এই শর্ত AI সহায়তায় প্রস্তুতকৃত পান্ডুলিপির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ছ) গবেষক/প্রতিষ্ঠান গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা চলাকালীন দাপ্তরিক কাজে অনীহা (সভায় অনুপস্থিতি/প্রতিবেদন উপস্থাপনায় অপারগতা/অসম্পূর্ণ বিল-ভাউচার/সমন্বয় দাখিল/চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্বসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজের অবমূল্যায়ন) ঐ গবেষক/দলের সদস্যগণ/প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে সকল সময়ের জন্য গবেষণা কাজে অযোগ্য বিবেচিত হবে।

ঝ) গবেষণা কাজে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ethical issues নিশ্চিত করতে হবে; জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে-এই ধরণের কোন গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কিংবা পীড়াদায়ক কোন মন্তব্য, বিবৃতি, ছবি, প্রতীক ইত্যাদি প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যাবে না।

ঞ) সকল ক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করা হবে।

ট) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে যৌথ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) বা সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে পারবে।

ট) কর্তৃপক্ষের ১৯২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংযোজিত।

গবেষণা প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৪.১ তহবিলের উৎস:

ক) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-এর বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ;

খ) সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে যৌথভাবে গৃহীত গবেষণাকর্ম সমীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ;

গ) কর্তৃপক্ষ-এর সাথে দেশী ও বিদেশী সংস্থার সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক/চুক্তিতে উল্লেখিত খাতের অর্থ; এবং

ঘ) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অনুদান সহায়তা।

৪.২ যৌথ অর্থায়নে গবেষণা:

কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে যৌথ অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির ভিত্তিতে গবেষণার আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারিত হবে।

৪.৩ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ফি/সম্মানী:

ক) প্রতিটি গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা গবেষণা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মানের হতে হবে এবং কমিটির সুপারিশক্রমে মুখ্য গবেষক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট গবেষণা ব্যয়ের অনধিক ৫০% অর্থ গবেষক-ফি/গবেষণা-সম্মানী হিসেবে প্রদান করা যাবে। ফি/সম্মানী প্রদানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক আয়কর কর্তন করা হবে।

খ) বিদেশী বা উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী বা উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে ফি/সম্মানীর পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারিত হবে।

গ) কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে দেশী-বিদেশী সংস্থার যৌথ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারক/চুক্তির ভিত্তিতে শর্তাবলীতে বর্ণিত হারে সম্মানী/ফি প্রযোজ্য হবে।

৪.৪ গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এবং মূল্যায়নকারীর সম্মানী:

গবেষণা তত্ত্বাবধায়কগণ, মূল্যায়নকারীগণ এবং গবেষণা কমিটি কর্তৃক অগ্রগতি প্রতিবেদন/মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং এ প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির সভায় উপস্থাপিত হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিটি গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়নের জন্য এক বা একাধিক তত্ত্বাবধায়ক এবং মূল্যায়নকারী 'ক' শ্রেণীর ক্ষেত্রে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার), 'খ' শ্রেণীর ক্ষেত্রে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) ও 'গ' শ্রেণীর ক্ষেত্রে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রাপ্য হবেন এবং এ অর্থ সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটানো হবে।

৪.৫ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার বাজেট বিভাজন:

গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা ব্যয়:

১) গবেষক (দলনেতা/সদস্য) এর যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা;

২) গবেষণা সহযোগী/সহকারী/উপাত্ত সংগ্রহকারী এর পারিশ্রমিক;

৩) সার্ভে/Key Informant Interview (KII)/Focus Group Discation (FGD)/মতবিনিময় সভা আয়োজনে ব্যয়;

৪) তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Tools) ক্রয়, প্রণয়ন ও মুদ্রণ;

৫) খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ ব্যয়;

৬) পুস্তক, প্রতিবেদন, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়;

৭) গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক/ মূল্যায়নকারীগণের সম্মানী;

৮) কর্মসহায়ক গবেষণা (Action Research) এর ক্ষেত্রে পাইলটিং, প্রশিক্ষণ আয়োজন, উপকরণ প্রণয়ন এবং প্রযোজ্য অন্যান্য ব্যয় (আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী);

৯) গবেষক-ফি/সম্মানী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১০) ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজনের ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৪.৬ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য অর্থ ছাড়, অব্যয়িত অর্থ ফেরৎ ও সমন্বয়:

গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ২ (দুই) কিস্তিতে অর্থ ছাড় করা হবে;

ক) ১ম কিস্তি: সন্তোষজনক প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) উপস্থাপন এবং গবেষণা কমিটির সুপারিশক্রমে অনুমোদিত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অর্থ অগ্রিম হিসেবে;

খ) ২য় ও চূড়ান্ত কিস্তি: প্রথম কিস্তির সকল অর্থ সমন্বয় (ব্যয় বিবরণী ও মূল বিল-ভাউচার প্রদান) দাখিল এবং অবশিষ্ট কাজের ব্যয় বিবরণীসহ মূল বিল-ভাউচার দাখিল করা হলে প্রকৃত ব্যয় অনুযায়ী ব্যয়িত অর্থ হিসেবে ২য় কিস্তি বাবদ (৫০% অথবা প্রকৃত হিসাব অনুযায়ী যা কম) প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

গ) 'ক' ও 'খ' শ্রেণির গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রস্তাবে অর্থবছর-ভিত্তিক বাজেট বিভাজন, অগ্রগতির হার এবং গবেষণা কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

৪.৬.১ কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের বহির্ভূত কোন গবেষক (খন্ডকালীন ভাবে) যুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তা'র অনুকূলে অথবা চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল অর্থ ছাড় করা হবে।

৪.৬.২ কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ভ্রমণকাল দাপ্তরিক কাজে কর্মরত হিসেবে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার বাজেট বরাদ্দ হতে উক্ত ভ্রমণ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি/গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ব্যক্তি/গবেষক কোন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হলে জাতীয় বেতন-স্কেল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টিএ ও ডিএ এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতগণের ক্ষেত্রে প্রকৃত বিল- ভাউচার অনুযায়ী টিএ ও ডিএ প্রাপ্য হবেন।

৪.৬.৩ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার জন্য গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক/দলনেতা/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে। চুক্তিপত্র অনুযায়ী সকল আর্থিক দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে।

৪.৬.৪ যৌথভাবে সম্পাদিত কোন গবেষণাকর্ম/সমীক্ষায় গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে অপারগতা প্রকাশ করলে দলের অন্যান্য সদস্যগণ গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে উক্ত গবেষণাকর্ম/সমীক্ষাটি পরিচালনা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থ যথাযথ খাতে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৪.৬.৫ অনুমোদিত গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার অনুকূলে অর্থ ছাড় করার পর কোন কারণে গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণাকর্ম/সমীক্ষাটি পরিচালনায় ব্যর্থ হলে বা অপারগতা প্রকাশ করলে বা গবেষণা চলাকালীন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলে বা কর্তৃপক্ষকে গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা না করলে গবেষণা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ উক্ত গবেষণাকর্ম/সমীক্ষাটি বাতিল করতে পারবে। সেক্ষেত্রে, গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে গৃহীত সমূদয় অর্থ কর্তৃপক্ষ-এর অনুকুলে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৪.৬.৬ গবেষক/পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের আওতায় সকল ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আইটিসহ অন্যান্য খাতে কর্তনকৃত অর্থ যথাযথভাবে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে এবং এর প্রমাণক সমন্বয় বিলের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪.৬.৭ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার ব্যয়ভার মেটানোর পর যদি কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা যথাসময়ে কর্তৃপক্ষ বরাবর ফেরৎ প্রদান করতে হবে।

৪.৬.৮ গবেষক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্তৃপক্ষের পক্ষে গবেষণা কমিটির সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনার মোট ব্যয়/মূল্য নির্ধারিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায় (বিবিধ)

৫.১ গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার কাজে উদ্ভূত জটিলতা/প্রতিবন্ধকতা নিরসন:

ক) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষার কাজে কোন জটিলতা/প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন) বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে অথবা গবেষণা কমিটির সুপারিশের আলোকে বিষয়টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

খ) কোন সমঝোতা স্মারক কিংবা চুক্তির আলোকে গৃহীত গবেষণা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন উক্ত সমঝোতা স্মারক/চুক্তির শর্তানুযায়ী হবে। তবে চুক্তির শর্তাবলীতে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকলে বা অস্পষ্টতা থাকলে গবেষণা গাইডলাইনের শর্তাবলী অথবা কর্তৃপক্ষ-এর সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে।

গ) এ গাইডলাইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এ গাইডলাইন সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন করতে পারবে।

০৩/১২/২০২৪

পরিশিষ্ট-১ (গবেষণা/সমীক্ষা প্রস্তাবনা মূল্যায়ন পদ্ধতি)

সকল শ্রেণির গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়ন পদ্ধতি:

ক্র.ন	বিবেচ্য বিষয়	মান
১)	দলনেতা/গবেষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০
২)	দলনেতা/গবেষকের গবেষণা অভিজ্ঞতা	১০
৩)	দলনেতা/গবেষকের প্রকাশনা	১০
৪)	গবেষণার উদ্দেশ্য	১০
৫)	তাত্বিক/ ধারণাগত কাঠামো	১০
৬)	গবেষণা পরিধি	১০
৭)	গবেষণা পদ্ধতি (research design সহ)	২০
৮)	গবেষণার উপযোগিতা ও গুরুত্ব	২০
	মোট	১০০

পরিশিষ্ট-২ (নমুনা বাজেট বিভাজন)

স্বল্প মেয়াদি ('গ' শ্রেণি) গবেষণাকর্ম/সমীক্ষা পরিচালনায় নমুনা বাজেট বিভাজন/ (Indicative):

ক্র.ন	ব্যয়ের খাত	ইউনিট	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য	ভ্যাট (১৫%)	আইটি (৩%)	মোট ব্যয়
১)	গবেষক (দলনেতা/সদস্য) এর যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা;	থোক	০	০	১,০০,০০০	০	০	১,০০,০০০
২)*	গবেষণা সহযোগী/সহকারী/উপাত্ত সংগ্রহকারী এর পারিশ্রমিক;	জন/প্রতি	৫	১০,০০০	৫০,০০০	০	০	৫০,০০০
৩)#	কেআইআই/এফজিডি/সার্ভে/মতবিনিময় সভা আয়োজনে ব্যয়;	প্রতিটি	১০	৫,০০০	৫০,০০০	৭,৫০০	১,৫০০	৫৯,০০০
৪)	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Tools) ক্রয়/ প্রণয়ন ও মুদ্রণ;	থোক	১	১০,০০০	১০,০০০	১,৫০০	৩০০	১১,৮০০
৫)	খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ ব্যয়;	নম্বর	১০	১,০০০	১০,০০০	১,০০০	৩০০	১১,৩০০
৬)	পুস্তক, প্রতিবেদন, স্টেশনারি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়;	থোক	১	৫,০০০	৫,০০০	৭৫০	১৫০	৫,৯০০
৭)**	গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এবং মূল্যায়নকারীর সম্মানী;	জন/প্রতি	৩	১০,০০০	৩০,০০০	০	৩,০০০	৩০,০০০
৮)	প্রযোজ্য বিবিধ ব্যয় (আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী);	থোক	১	৭,৩৪৫	৭,৩৪৫	১,১০২	২২০	৮,৬৬৭
৯)	গবেষক-ফি/সম্মানী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); সর্বোচ্চ ৫০%							১,২৩,৩৩৩
							মোট=	৪,০০,০০০
	কথায়: চার লক্ষ টাকা।							

*স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/অন্যান্য।

**প্রয়োজনে (৭) নং খাত ব্যতীত অন্যান্য খাতে আন্ত:সমন্বয় করা যাবে।

#KII- Key Informant Interview

#FGD- Focus Group Discussion

....................সমাপ্ত....................